রূপ কুমার সাধু (স্টোর অ্যাসিটেন্ট,) জি এস এ্যাটওয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, সরিষাতলি খোলামুখ কোলিয়ারি

প্রশ্ন ঃ আপনার নামটা বলুন?

উত্তর ঃ রূপ কুমার সাধু। আমি এখানে Store Assistant হিসাবে কাজ করছি। আর আমি এখানকার ICML শ্রমিক ইউনিয়নের (ICMLSU) সহ-সম্পাদক।

প্রশ্ন ঃ এখানে কিভাবে কাজ পেলেন?

উত্তর ঃ Land Looser হিসাবে। আমার ১২ বিঘা জমি এই কোম্পানি নিয়েছে এবং তার বদলে আমি এখানে কাজ পাই।

প্রশ্ন ঃ আপনার বাড়ি কোথায়?

উত্তর ঃ চুরুলিয়াতে।

প্রশ্ন ঃ এখানে কত বেতন পান? প্রতিশ্রুতি মতই কি সব পাচ্ছেন?

উত্তর ঃ দেখুন, যখন জমি অধিগ্রহণের কথা হয় তখন ICML অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাতে পে-স্কেল বলেছিল ২২০০ - ৪৫০০ টাকা, ডি এ ইত্যাদি থাকবে। কিন্তু কাজে যোগ দেবার পর দেখা গেল মোট ২২০০ টাকা মাসিক বেতন। তার উপর পি এফ ইত্যাদি কেটে মোট বেতন পাই ১৯১১ টাকা। আমরা Land Looser বা এটা নিয়ে ICML ও G.S. Atwal কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলি যে আমরা এমনিতেই বসে ক্ষতিপূরণ হিসাবে মাসে ১১০০ টাকা পাচ্ছিলাম। এখন কাজ করে ১৯০০ টাকা পাব আর ঐ ক্ষতিপূরণ বন্ধ হয়ে যাবে এটা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ না মানার ফলে আমরা অতিরিক্ত জেলা শাসক অবধি যাই। এবং প্রতিবাদ হিসাবে তিন মাস বেতন তোলা বন্ধ রাখি। উকিলেরও চিঠি দিই। তখন কর্তৃপক্ষ মাইনের তোলার জন্য চাপ দিতে থাকে। একই সাথে PAP (Project Affected People) কমিটির অনুরোধ করে Payment তোলার জন্য। আমাদের তখন দিশেহারা অবস্থা। আমরা ওদের অনুরোধে টাকা তুলেনি। পরে দেখা যায় PAP কমিটি আসলে ম্যানেজমেন্টের দালালি করছে। বিভিন্নভাবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় Payment তোলার পর আমাদের বিষয়ে নিয়ে PAP কমিটি গড়িমসি শুরু করে দেয়। কোন আগ্রহই দেখায় না। অবস্থা দেখে আমরা প্রশাসনিক স্তরে চিঠি-পত্র দিই সঙ্গে কর্তৃপক্ষকেও কপি দিই। কিন্তু কোন সুরাহা না হওয়াতে গত ২০০৩ এর ১লা এপ্রিল খনি অবরোধ করি। পুলিশ এসেও আমাদের সাথেকে কোন ঝামেলা করেনি। অবরোধের তৃতীয় দিন ADM ও কর্তৃপক্ষআমাদের আলোচনার জন্য ডাকে এবং আলোচনায় ADM জানান সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ ওটা মিটে গেলে আপনাদের ব্যাপারটা দেখব। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হবার পরেও ঐ পক্ষ থেকে ব্যাপারটা নিয়ে কোন কথাই বলল না। একদম চুপ থেকে গেল। বেগতিক দেখে আমরা ইউনিয়ন (ICMLSU) গড়ে তুলি। এটা বি এস এস সমর্থিত। ২০০৩ সালে ৭ই জুন আমরা প্রথম ইউনিয়নের পতাকা উত্তোলন করলাম।

প্রশ্ন ঃ ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা পর থেকে আপনারা কি কি পদক্ষেপ নিলেন?

উত্তর ঃ আমরা আমাদের দাবী এবং ওদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য করার জন্য এখানকার শ্রমিকদের সংগঠিত করছি। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের বিরোধিতা ও চাপের জন্য শ্রমিকরা ভয়ে ততটা সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসছে না, তবে অধিকাংশই আমাদের সমর্থক। তবুও আমরা আইনগতভাবে বিভিন্ন দপ্তরে দাবী সম্বলিত পত্র দিয়েছি এবং মিটিংও করছি।

প্রশ্ন ঃ এর ফলে আপনাদের অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়ার কি কোন ফল পেলেন?

উত্তর হ্যাঁ, কারণ গত অক্টোবর মাস থেকে কর্তৃপক্ষ একবারে ৬০০-৮০০ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে অর্থাৎ মূল বেতন ২৮০০ টাকা করেছে এবং বলেছে প্রতিবছর পুর্বনির্ধারিত ৫০ টাকার বদলে ১০০-১৫০ টাকা করে ইনক্রিমেন্ট দেবে। এটা আমাদের অবশ্যই একটা সফলতা।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, ছুটির ব্যাপারগুলোর কি ঠিক হল? আর কাজের সময় এবং চিকিৎসার সমস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলো কি দাঁড়াল?

উত্তর ঃ ডিউটিরত অবস্থায় যা চোট লাগবে বা অসুস্থ হলে কর্তৃপক্ষ দেখবে এই কথা হয়েছে তবুও আমরা বলেছি বছরে অন্তত ২৫,০০০ টাকা শ্রমিক ও তার পরিবারের চিকিৎসার জন্য বরাদ্দ করতে। ম্যানেজমেন্ট এ বিষয়ে পরে ভেবে দেখবে বলেছে।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের চিপ বা সাবসিডাইজড ক্যান্টিন আছে?

উত্তর ঃ ক্যান্টিন একটা আছে তবে সেটাকে চিপ বা সাবসিডাইজড কোনটাই বলা চলে না। বাইরের হোটেলের মত দাম। তাই আমরা সাবসিডাইজড কথাটা কেটে হোটেল লিখে দিয়েছি। ইদানিং আমরা এ বিষয়ে আন্দোলনের কথা ভাবছি। এখানে অন্য দুটি ইউনিয়ন টি এম সি ও সি আই টি ইউ এব্যাপারে আমাদের পাশে নৈতিক সমর্থন নিয়ে দাঁড়াবে বলেছে।

প্রশ্ন ঃ এসব ছাড়া আপনাদের আন্দোলনের আর কি উল্লেখযোগ্য দিক আছে।

উত্তর ঃ আমাদের আন্দোলনের ফলে রাখাকুড়া গ্রামে জমি অধিগ্রহণ বন্ধ আছে। দাগ ৫১ ও ৫২ মৌজার জোর করে কোম্পানি নিতে চাইছিল। সেটা বন্ধ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ দূষণ রোধ ও স্বাস্থ্য সচেতনা নিয়ে কোম্পানির কি দৃষ্টিভঙ্গী বা ব্যবস্থা আছে?

উত্তর ঃ কোম্পানি এই ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। খনিতে যারা কয়লা বাছে ও লোড করে এরকম ২৫০ জনের জন্য মাথা পিছু ১০০ গ্রাম করে প্রতিদিন গুড় দিতে বলেছিলাম। কারণ এতে ফুসফুসে জমা ধূলো অনেক সাফ হয়ে যায়। কোম্পানি বলছে দেখা যাবে। যাই আমরা বলি অবস্যই ন্যায়সঙ্গত কথা সবটাতেই কোম্পানির জবাব 'দেখা যাবে'।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, এখানের প্রজেক্ট শেষ হয়েগেলে আপনারা তো বেকার হয়ে যাবেন বলছেন আবার জমি চলেগেছে ফলে চাষও গেল। আপনি ও আপনার পরের প্রজন্মের কি করে চলবে? কি ভাবছেন?

উত্তর ঃ সবারই মানে আমাদের এবং পরবর্ত্তী প্রজন্মের ভবিষ্যতই অন্ধকার। কারণ আমাদের অন্য প্রকল্পে কাজ দেবে না। এদিকে জমিও চলে গেল। বুঝলেন আগামী দিনগুলি একদম অনিশ্চিত। এখন কর্তৃপক্ষও খুব রূঢ় ব্যবহার করছে এবং কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। আইনত সঠিক বিষয়গুলোকেই পাত্তা দিচ্ছে না। খনি বাড়ানোর জন্য জমি নিচ্ছে মানে কোম্পানির লাভ হচ্ছে অথচ ন্যায্য পাওনা দিচ্ছে না। যাই হোক আইনমাফিক আমারও আন্দোলন চালিয়ে যাব। মোট কথা আমরা ছাড়ছিনা।